



39676 - তাশাহ্হুদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়ার হুকুম?

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে ইমাম খুব দ্রুত সালাম ফরিয়ি ফেলেনে। শুধু প্রথম তাশাহ্হুদ ছাড়া আর কিছু পড়ার সময় থাকে না। দ্বিতীয় তাশাহ্হুদ (দুরুদে ইব্রাহিমি) পড়ার আগই তিনি সালাম ফরিয়ি ফেলেনে। এমতাবস্থায় এতটুকু পড়ে নামাযের সালাম ফরিয়ি ফেলো কি আমার জন্য জায়যে হবে? নাকি দুরুদে ইব্রাহিমি পড়া আবশ্যকীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নামাযের তাশাহ্হুদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়ার হুকুম নিয়ে আলমেগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করছেন। কউে কউে বলছেন: এটি নামাযের রুকন; যা আদায় করা ছাড়া নামায সহি হবে না। কউে কউে বলছেন: এটি ওয়াজবি। তৃতীয় অভিমত: সুন্নত মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়।

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) তৃতীয় অভিমতটিকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করছেন। তিনি "যাদুল মুসতাক্বন" এর ব্যাখ্যার মধ্যে বলেন: গ্রন্থাকারের ভাষ্য 'এর মধ্যে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া'। "এর মধ্যে" মানে শেষে তাশাহ্হুদে মধ্যে। এটি নামাযের দ্বাদশতম রুকন। এর দলিল হল— সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে শিখানো হয়েছে কভিবে আপনাকে সালাম দবি? কন্তি আপনার প্রতি সালাত বা দুরুদ পড়ব কভিবে? তখন তিনি বললেন: তোমরা বল: **وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَوَعَلَى مُحَمَّدٍ ، وَوَعَلَى مُحَمَّدٍ** (হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)। (বল) নরিদশেরে দাবী হল আবশ্যকতা আরোপ করা। আবশ্যকতার মূল রূপ ফরয; যা ছড়ে দলি ইবাদতটি বাতল হয়ে যায়। ফকিহবদি আলমেগণ এই মাসয়ালার দলিল এভাবে উল্লেখ করছেন।

কন্তি আপনি যদি এ হাদিসটি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া (নামাযের) রুকন নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম পদ্ধতি জানতে চেয়েছেন যে, কভিবে তারা দুরুদ পাঠ করবেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ দকি-নরিদশেনা দেন। তাই আমরা বলব, নশিচয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা বল" আবশ্যকতা সাব্যস্ত করার জন্য নয়; বরং দকি-



নরিদশেনা দান ও শিক্ষা দেয়ার জন্য। যদি এ দললিটি ছাড়া অন্য কোন দললি পাওয়া যায়; যা নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়ার নরিদশে বহন করে তাহলে সেটাই হবে ধর্তব্য। আর যদি উল্লেখিত দললি ছাড়া এমন কোন দললি না পাওয়া যায় তাহলে এ দললিটি ওয়াজবি হওয়া প্রমাণ করে না; থাকতো রুকন হওয়া প্রমাণ করবে।

এ মাসয়ালায় আলমেগণ একাধিক অভিমিত প্রদান করছেন:

প্রথম অভিমিত: দুরুদ পড়া রুকন। এটি (হাম্বলি) মাযহাবের প্রসদিধ মত। অর্থাৎ দুরুদ পড়া ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় অভিমিত: দুরুদ পড়া ওয়াজবি; রুকন নয়। ভুলে গেলে সাহু সজেদা দেওয়ার মাধ্যমে শোধরানো যাবে। এ মতাবলম্বীরা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা বল: হে আল্লাহ! মুহাম্মদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন" এখানে এ কথাটি নরিদশেসূচক কথিবা নরিদশেনাসূচক হওয়ার সম্ভাবনাময়। এই সম্ভাবনা থেকে যাওয়ার কারণে আমরা এ অমলটিকে 'রুকন' হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারি না; যে রুকন ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না।

তৃতীয় অভিমিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া সুন্নত। ওয়াজবি নয়; রুকনও নয়। এক বর্ণনাত্রে এটি ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দুরুদ পড়া ছেড়ে দেয় তবুও তার নামায সহি হবে। কেননা যারা দুরুদ পড়া ওয়াজবি কথিবা রুকন বলছেন তারা যে দললিগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো তাদের অভিমিতের পক্ষ প্রত্যক্ষ দললি নয়। আর মূল অবস্থা হল— দায়মুক্ত থাকা।

যদি উল্লেখিত এই যে দললিটি ফকীহগণ উল্লেখ করছেন সেটো ছাড়া আর কোন দললি না থাকে তাহলে পূর্ববোক্ত অভিমিতগুলোর মধ্যে এটিই অগ্রগণ্য। কেননা আমরা একটা ইবাদতকে এমন কোন দললি দিয়ে বাতলি বলতে পারি না যে দললিরে উদ্দেশ্য আবশ্যককরণ কথিবা দকি-নরিদশেনা প্রদান এ দুটো বিষয়ের সম্ভাবনাবহ।" [আস্শারহুল মুমতী (৩/৩১০-৩১২)

এ অভিমিতের ভিত্তিতে দুরুদ পড়া ছাড়াই নামায শুদ্ধ হবে।

দুই:

আমাদের ধর্তব্য এই ইমাম ও অন্য যে সকল ইমাম তারা বীর নামাযে অতমিত্রায় তাড়াহুড়া করেন তাদেরকে নসীহত করা। কারণ এর দ্বারা তারা তাদের পছন্দে যারা রয়ছেন তাদেরকে নামায পূর্ণাঙ্গ করার সুযোগ দেন না।

আলমেগণ পরস্কারভাবে উল্লেখ করছেন যে, ইমামেরে উচিত হল ধীরস্থিরে নামায আদায় করা; যাত্রে করে মুক্তাদগিণ নামাযেরে ওয়াজবি ও সুন্নতগুলো আদায় করতে পারে। মুসল্লগিণকে এগুলো আদায় করা থেকে বঞ্চিত করে এমন তাড়াহুড়া করা মাকরুহ।



ইমাম নববী বলেন:

"এ পরচ্ছদে হাদিসগুলোর মর্ম সুস্পষ্ট (অর্থাৎ যে হাদিসগুলোতে ইমামকে নামায হালকা করার নরিদশে দয়ো হয়ছে)। তা হচ্ছ— ইমামরে প্রতি নামায এতটুকু হালকা করার নরিদশে যাতে করে নামাযরে সুননতসমূহ ও মাকাছদিসমূহ (উদ্দেশ্যসমূহ)- এ কোনরূপ ঘটতিনা ঘটতে।

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়্যা" গ্রন্থতে (১৪/২৪৩) এসছে:

"হালকা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ— পূর্ণাঙ্গ (নামায)-এর ন্যূনতম মান রক্ষা করা। অর্থাৎ ওয়াজবি ও সুননতগুলো পালন করা। একবোর সর্বনমিন মান সীমাবদ্ধ থাকবে না; আবার সর্ববোচ্চ মান পালন করতে যাবে না।"

ইবনে আব্দুল বারর বলেন:

"প্রত্যকে ইমামরে জন্য নামায হালকা করার বিষয়টি ইজমাদ্বারা স্বীকৃত ও আলমেদরে নকিট মুস্তাহাব। তবে হালকা করার মান হচ্ছ পূর্ণাঙ্গ নামাযরে ন্যূনতম মান। পক্ষান্তরে, কোন একটি আমল বাদ দয়ো কথিবা আমলে ঘটতিকরা সটো নয়...। এরপর তিনি বলেন: প্রত্যকে যে ব্যক্তি মানুষকে নামায পড়ান তার জন্য আমি পূর্ণাঙ্গ নামাযরে যে শর্ত উল্লেখ করছে সটো রক্ষা করে নামায হালকা করা মুস্তাহাব— এ ব্যাপারে আমি আলমেদরে মাঝে কোন মতভদে আছে বলে জানি না।"

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনী" গ্রন্থতে (১/৩২৩) বলেন:

"ইমামরে জন্য ক্বরীত, তাসবীহ ও তাশাহুদ এতটুকু ধীরস্থরিতে পড়া মুস্তাহাব যাতে করে ধারণা হয় যে, পছনে থাকা মুসল্লদিরে মধ্যে যার জহিবা ভারী সও এগুলো পড়তে পরেছে। এবং রুকু-সজেদাতে এতটুকু দরী করা যাতে করে ধারণা হয় যে, বড়, ছোট ও ভারী লোক সকলে এগুলো আদায় করতে পরেছে। যদি তিনি এভাবে না করে নিজরে উপর যতটুকু ফরয ততটুকু পালন করনে তাহলে মাকরুহ হবে; তবে নামায আদায় হয়ে যাবে।"

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়্যা" গ্রন্থতে (৬/২১৩) এসছে:

"তাড়াহুড়া করা মাকরুহ। যে তাড়াহুড়ার কারণে মুক্তাদিতার উপর যা কিছু পালন করা সুননত সগুলো আদায় করতে পারে না। যমেন- রুকু-সজেদাতে তনিবার করে তাসবীহ এবং শেষে তাশাহুদে যা কিছু পড়া সুননত সগুলো পালন করতে না পারে।"

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) তাঁর রচিত "রসিলা ফি আহকামসি সিয়াম, ওয়ায যাকাত ওয়াত তারাবীহ" নামক পুস্তকীয় বলেন:

"পক্ষান্তরে কিছু কিছু লোক যে অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া করনে সটো শরয়িত বরীদী। যদি এমন তাড়াহুড়া কোন একটি ওয়াজবি পালন কথিবা রুকন পালনে ঘটত ঘটায় তাহলে সটো নামাযকে বাতলি করে দবিবে।



অনকে ইমাম তারাবীর নামাযে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করেন না। এটি ভুল। কারণ ইমাম কেবল নিজের জন্য নামায পড়ছেন না। তিনি নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য নামায পড়ছেন। তিনি হচ্ছনে অভিব্যক্তির ভূমিকায়; যার কর্তব্য হচ্ছে (সকলের জন্য) তুলনামূলক যটো ভাল সটো করা। আলমেগণ উল্লেখ করছেন যে, ইমামের জন্য এতবশে তাড়াহুড়া করা মাকরুহ যার ফলে মুক্তাদরি তাদের উপর যা পালন করা ওয়াজবি সগেলো পালন করতে পারনে না।"[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।